International Parkinson and Movement Disorder Society

পারকিনসন্স রোগে ইনফিউশন থেরাপি: রোগীদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তথ্যাবলি

পারকিনসন্স রোগে ঔষধের ভূমিকা কী?

পারকিনসন্স রোগীদের মস্তিস্কে যথেষ্ট পরিমাণ ডোপামিন নামক রাসায়নিক পদার্থ থাকে না। ঔষধ পারকিনসন্স রোগের লক্ষণসমূহ কমাতে সহায়তা করে। অধিকাংশ ঔষধ দিনে বেশ কয়েকবার মুখে গ্রহণ করতে হয়। প্রথম যখন আপনি ঔষধ গ্রহণ শুরু করেন, তখন ঔষধের প্রভাব সাধারণত সারাদিন বজায় থাকে; যাহোক পারকিনসন্স রোগ বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে পরবর্তী ডোজ নেবার পূর্বেই ঔষধের কার্যকারিতা কমে গেছে। এটাকে বলা হয় "উইয়ারিং অফ" (Wearing off)। যখন ''OFF" বা "বন্ধ" সময়, তখন পারকিনসন্স রোগের লক্ষণসমূহ যেমন কম্পন, ধীরগতি এবং চলাচলে অসুবিধা ফেরত আসে। যখন ঔষধ গ্রহণ করা হয় তখন "ON" বা "চালু" সময়, লক্ষণসমূহ কমে যায়। এর ফলে ঔষধ বার বার নিতে হয় এবং রোগের লক্ষণসমূহের উপরে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কমে যায়।

পারকিনসন্স রোগের চিকিৎসায় ইনফিউশন থেরাপি গুলো কি?

ইনফিউশন থেরাপি এক ধরণের চিকিৎসা যেখানে ত্বকের নিচে ছোট সুই দিয়ে অথবা নলের (Catheter) মাধ্যমে আপনার ক্ষুদ্রান্ত্রে ঔষধ প্রবেশ করানো হয়। এর মাধ্যমে সারাদিন নিরবিচ্ছিন্নভাবে ঔষধ প্রদান করা যায়। লিভোডোপা (Levodopa) এবং অ্যাপোমরফিন (Apomorphine) হচ্ছে এই চিকিৎসায় ব্যবহৃত দুটি ঔষধ যা মস্তিস্কে ডোপামিন এর ঘাটতি পূরণ করে থাকে।

- **লিভোডোপা ঃ** এই ঔষধটি মস্তিস্কে ডোপামিন এ রূপান্তরিত হয়। এটি পার্কিনসন্স রোগে সবচেয়ে ব্যবহৃত ঔষধ। OFF সময় কমাতে ''ইনফিউশন থেরাপি'' চিকিৎসায় ক্ষুদ্রান্ত্রে লিভোডোপা/কারভিডোপা আন্ত্রিক জেল(LCIG) আকারে ব্যবহার করা হয়।
- **অ্যাপোমরফিন** এই ঔষধটি ডোপামিন এর অনুরূপ মস্তিস্কের কোষের ওপর কাজ করে। এটা চামড়ার নিচে একবার ইনজেকশন আকারে অথবা নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রদান করা যায়। এটা OFF সময় কমাতে সাহায্যে করে।

LCIG ও **অ্যাপোমরফিন** উভয় ঔষধ নলযুক্ত বাহ্যিক বহনযোগ্য পাম্পে সংরক্ষিত থাকে। LCIG পাম্পনল ক্ষুদ্রান্ত্রে যুক্ত নল এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় যা লিভোডোপা সরবরাহ করে। অ্যাপোমরফিন পাম্প নলটি ত্বকের নিচে পাতলা সূঁচের মাধ্যমে প্রদান করা হয় যা আঠা দিয়ে ত্বকের নিচে সংযুক্ত থাকে।

ইনফিউশন থেরাপি ব্যবহার করবেন কেন?

যখন আপনি "Wearing off" এ ভোগেন তখন আপনার মস্তিস্কের কোষ লিভোডোপা শোষণ অথবা সঞ্চয় করতে পারে না। এর ফলে আপনি আপনার রোগের লক্ষণসমূহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না এবং আপনাকে দিনের বেলা বারবার ঔষধ গ্রহণ করতে হয়। ইনফিউশন থেরাপি অবিরতভাবে ঔষধ প্রদান করে এবং ধারাবাহিক ও নির্ভরযোগ্যভাবে রোগের লক্ষণসমূহ উপশম করে। ইউফিউশন থেরাপী বারবার মুখে ঔষধ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেয়। ইনফিউশন থেরাপি মুখের দীর্ঘমেয়াদী বড়ি এবং প্যাচ (Patch) এর চেয়ে অধিকতর কার্যকর।

কাদের ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা পদ্ধতি বিবেচনা করা উচিত?

ইনফিউশন থেরাপী বিবেচনা করা হয় যখন মুখে গৃহীত ঔষধের কার্যক্ষমতা থাকে কিন্তু সময়সীমা কমে যায় (Wearing off) অথবা ঔষধের কারণে ডিসকাইনেশিয়া (অতিরিক্ত ঔষধ গ্রহনের ফলে শারিরীক অনিয়ন্ত্রিত নড়াচড়া বৃদ্ধি) হয়। ইনফিউশন থেরাপী শুরু করার আগে অধিকাংশ রোগী সাধারনতঃ মুখে গৃহীত বিভিন্ন ঔষধ বা প্যাচ (Patch) চিকিৎসা করে থাকেন।

এটা মনে রাখা জরুরী, যদি মুখে খাবার ঔষধ সেবনে রোগের লক্ষণ বিন্দুমাত্র উন্নতি না হয় তাহলে ইনফিউশন থেরাপির কথা বিবেচনা করা যাবে না।

কোথায় এই চিকিৎসা দেয়া হয়?

সাধারণত এই চিকিৎসা হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় অথবা কখনও কখনও বহিঃবিভাগ ক্লিনিকে শুরু করা হয়ে থাকে। LCIG ব্যবস্থায়, ডাক্তার আপনার অন্ত্রে একটি নল প্রবেশ করিয়ে চিকিৎসা শুরু করে থাকেন। অ্যাপোমরফিন চিকিৎসায় আপনাকে কয়েক দিন হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিতে হতে পারে অথবা বহিঃবিভাগেও এ চিকিৎসা নেয়া যেতে পারে। ইনফিউশন থেরাপী সাধারণত সকালে শুরু হয়ে রাতে শেষ হয়। প্রথম কয়েক মাস ঔষধ এর মাত্রা সমন্বয় করতে ডাক্তার বা নার্স আপনাকে সহায়তা করবেন।

এই চিকিৎসা পদ্ধতির মূল সীমাবদ্ধতা কি এবং কি কি জটিলতা হতে পারে?

- ইনফিউশন থেরাপী সারা বিশ্বে সহজলভ্য নয়; কিছু কিছু দেশে এই চিকিৎসা রয়েছে।
- বড়ি ও প্যাচ চিকিৎসার চেয়ে এই চিকিৎসা অনেক ব্যয়বহুল যা এর সহজলভ্যতা সীমিত করেছে।
- চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার জন্য দরকার সেবাদানকারীর সহজলভ্যতা, প্রশিক্ষণ ও সহায়তা।
- LCIG টিউব যখন ঢুকানো হয় তখন কারিগরি সমস্যা হতে পারে।
- চামড়ার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া অ্যাপোমরফিন চিকিৎসাকে জটিল করতে পারে ।

LCIG এবং অ্যাপোমরফিন চিকিৎসায় পারকিনসন্স রোগের অন্যান্য ঔষধের অনুরূপ পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া রয়েছে, যেমন:-

- বমি ভাব
- তন্দ্রা ভাব
- নিম্ন রক্তচাপ
- বিভ্রান্তি
- মতিভ্রংশ (Hallucination)

বিশেষ করে, যদি অন্যান্য চিকিৎসায় সমস্যা হয়ে থাকে। তবে এই লক্ষনসমূহ হয়।

মূল: ইন্টারন্যাশনাল পারকিনসন এন্ড মুভমেন্ট ডিজঅর্ডার সোসাইটি
বঙ্গানুবাদ ও প্রকাশনায়: মুভমেন্ট ডিজঅর্ডার সোসাইটি অফ বাংলাদেশ